১৯। নিবন্ধন বাতিলকরণ।– (১) কোন নিবন্ধিত [১][অথবা তালিকাভুক্ত] ব্যক্তি করযোগ্য পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান বা করযোগ্য পণ্য আমদানি বা যে কোন পণ্য বা সেবা রপ্তানির ব্যবসায় কার্য পরিচালনা হইতে বিরত হইলে তিনি উক্তরূপ বিরত হওয়ার চৌদ্দ দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তির মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক সম্পর্কিত কোন অনিষ্পন্ন দায়দায়িত্ব নাই তাহা হইলে তিনি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৎকর্তৃক নির্ধার্য তারিখে উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন [২][অথবা তালিকাভুক্তি]বাতিল করিবেন।

[৩][(১ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি তদন্তপূর্বক এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, নিবন্ধিত [৪][অথবা তালিকাভুক্ত] ব্যক্তি অসত্য তথ্য সরবরাহ করিয়া [৫]["নিবন্ধন অথবা তালিকাভুক্তি সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন অথবা ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) অনুসারে নিবন্ধন বাতিল করা হইয়াছে], তাহা হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত [অথবা তালিকাভুক্ত] ব্যক্তিকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া উক্ত ব্যক্তির মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্• রূক শুল্ক সম্• র্কীত কোন অনিস্• ন্ন দায়-দায়িত্ব যদি থাকে, তাহা নিস্• ত্তি পূর্বক ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিল করতে পারিবেন [৬][ঃ]

"তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের আলোকে বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক নিবন্ধন প্রদান করা হইলে উক্তরূপ নিবন্ধন বাতিলের প–র্বে সংশ্লিষ্ট কমিশনার এতদ্‌সংক্রান্ত সকল তথ্য উল্লেখপ–র্বক নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন বোর্ডে প্রেরণ করিবেন এবং বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুনানি গ্রহণপ–র্বক নিবন্ধন প্রদান সংক্রান্ত তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিলে উক্তরূপ সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিবন্ধন বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।"; এবং]

(২) যদি কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির বার্ষিক টার্ণওভার ধারা ১৬ এর অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কম হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তির আর ধারা ১৫ এর অধীন নিবন্ধিত থাকার বাধ্যবাধকতা নাই তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখে তাহার নিবন্ধন বাতিল করিবেন।

[৭]["(৩) যদি কোন ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিল হয় এবং নিবন্ধন বাতিলের তারিখ হইতে কোন কর বা শুল্ক রেয়াত বা চলতি হিসেবে অন্য কোন জের পাওনা থাকে, তাহা হইলে উক্ত রেয়াত বা জের, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফেরৎ পাওয়ার অধিকারী হইবে, তবে এইক্ষেত্রে ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে বিধৃত ছয় মাসের মধ্যে ফেরৎ প্রদানের দাবী উত্থাপনের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।]

[৮][(৪) এই ধারার অধীন কোন নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তি বাতিল হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বকেয়া পাওনা রহিয়াছে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য বকেয়া ও যাবতীয় পাওনাদি এমনভাবে আদায় করা হইবে যেন তিনি এই আইনের অধীনে একজন নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি।]

---

[১]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫২(ক) বলে "নিবন্ধিত" শব্দটির পর "অথবা তালিকাভুক্ত" সন্নিবেশিত।

[২]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫২(ক) বলে "নিবন্ধন" শব্দটির পর "অথবা তালিকাভুক্তি" সন্নিবেশিত।

[৩]। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৮২ বলে উপ-ধারা (১) এর নতুন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত।

[৪]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫২(গ) বলে "নিবন্ধিত" শব্দটির পর "অথবা তালিকাভুক্ত" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[৫]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫২(গ) বলে "নিবন্ধন গ্রহণ করিয়াছেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিবন্ধন অথবা তালিকাভুক্তি সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন অথবা ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) অনুসারে নিবন্ধন বাতিল করা হইয়াছে" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বর্ণ ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৬]। অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৫২(খ) বলে "দাড়ি" চিহ্ন এর পরিবর্তে "কোলন" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত এবং ন–তন শর্ত সংযোজিত।

[৭]। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৪০ বলে উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নতুন উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত।

[৮]। অর্থ আইন, অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৭৭ বলে উপ-ধারা (৩) এর পর নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত।